কৈশোরে বিয়ে বা বাল্য বিবাহের কারণ

- যৌবনে পদার্পন করার আগে মেয়েদের বিয়ে দেয়ার সামাজিক প্রবণতা।
- প্রথম মাসিক ঋতুস্রাবকে বিপদ সংকেত মনে করা।
- কন্যা দায়গ্রস্ত পিতার দায় মুক্ত হবার প্রবণতা।
- শিক্ষার অভাব ও বিবাহের আইন সম্পর্কে অজ্ঞতা।
- মেয়েদের লেখাপড়া ও উপার্জনের সুযোগ কম থাকা, এবং
- মেয়ে শিশুর প্রতি অবহেলা, ইত্যাদি।

ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদেরও সুযোগ্য সন্তান হিসেবে গড়ে তুলুন

আপনার মেয়ে শিশুকে স্কুলে পাঠান

আরএইচস্টেপ

সহযোগিতায়ঃ Sida

অল্প বয়সে (১৮ বছরের কম) বিয়ে হওয়ায় কিশোরীদের মধ্যে মাতৃ-মৃত্যু, প্রসবজনিত জটিলতা ও প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণের ঝুঁকি বেশি দেখা দেয়।

আসুন বাল্য বিবাহ না বলি
অল্প বয়সে গর্ভধারণ প্রতিরোধ করি।

২৫ বছর ধরে প্রজনন স্বাস্থ্য সেবায়-আমরা আছি তোমাদের পাশে

রিপ্রোডাকটিভ হেলথ সার্ভিসেস ট্রেনিং এণ্ড এডুকেশন প্রোগ্রাম (আরএইচস্টেপ)

সিআরপি-মিরপুর, প্লট # এ/৫, ১০ম তলা, ব্লক # এ, সেকশন- ১৪, মিরপুর, ঢাকা-১২০৬।

ফোনঃ ৮০৩১৮৪৫, ৯০১১১৯৫, ৯০০৪৫৬৫, ফ্যাক্সঃ ৮৮-০২-৯০১৩৮৭২

E-mail: info@rhstep.org, rhstep@bangla.net, rhstep_org@yahoo.com

Website: www.rhstep.org

আরএইচস্টেপ

সহযোগিতায়ঃ Sida

কিশোর-কিশোরীদের

প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষা ও সেবা কর্মসূচি

অল্প বয়সে গর্ভধারণজনিত জটিলতা

আরএইচস্টেপ

সহযোগিতায়ঃ Sida

বাংলাদেশে ১০ থেকে ১২ বছর বয়সে ছেলে-মেয়েরা বয়ঃসন্ধিকালে প্রবেশ করে এবং এ সময়ে মেয়েদের মাসিক হয়, অর্থাৎ এ বয়সেই মেয়েদের সন্তান ধারণের ক্ষমতা হয়। তবে এ সময়ে সন্তান ধারণের ক্ষমতা হলেও সন্তান জন্ম দেয়া উচিত নয়। কারণ মেয়েদের শরীর ও জরায়ু তখনও পূর্ণতা লাভ করে না। ফলে এসময় সন্তান ধারণ করলে মা ও শিশু উভয়ের জীবনই মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হয়।

অল্প বয়সে গর্ভধারণজনিত জটিলতাগুলো-

সন্তান প্রসবকালে মায়ের মৃত্যু

আমাদের দেশে মায়ের মৃত্যু অন্যতম প্রধান কারণ হলো অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে হওয়া এবং কিশোরী বয়সে সন্তান ধারণ ও প্রসব।

পূর্ণতা প্রাপ্তি বাধা এবং অপুষ্টিজনিত জটিলতা

কৈশোরকালীন অবস্থায় শরীর দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এ সময়ে সঠিক পুষ্টি গ্রহণ দেহকে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। কিন্তু অল্প বয়সে সন্তান ধারণ করলে শরীরের গঠন পূর্ণতা লাভ করে না । ফলে মা ও শিশু উভয়ই অপুষ্টিতে ভোগে। এছাড়া প্রসবের সময়ও নানাপ্রকার জটিলতা তৈরী হয়।

প্রসবজনিত জটিলতা

অল্প বয়সে সন্তান ধারণ করলে দেহের গঠন সম্পূর্ণ না হবার কারণে প্রসবকালীন অতিরিক্ত চাপ অনেকেই সহ্য করতে পারে না। ফলে এ সকল অল্প বয়সী মায়েরা পরবর্তীতে নানা প্রকারের প্রসবজনিত জটিলতায় ভোগে।

আপনি জানেন কি-

শুধুমাত্র প্রসবকালীন জটিলতায় আমাদের দেশে প্রতি হাজারে প্রায় তিন জন মা মারা যায়। কিশোরী বয়সের মায়েদের ক্ষেত্রে এই মৃত্যু হার ৬ (ছয়) জনেরও বেশি।

দেশজুড়ে আরএইচস্টেপের ক্লিনিক কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য সেবায় নিয়োজিত

আরএইচস্টেপের ক্লিনিকসমূহ

১. ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা।
২. স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ এবং মিটফোর্ড হাসপাতাল, ঢাকা।
৩. চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, চট্টগ্রাম।
৪. ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ময়মনসিংহ।
৫. রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রংপুর।
৬. শের-ই বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বরিশাল।
৭. সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সিলেট।
৮. রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রাজশাহী।
৯. খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, খুলনা।
১০. পাবনা জেনারেল হাসপাতাল, পাবনা।
১১. নড়াইল সদর হাসপাতাল, নড়াইল।
১২. কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, কুমিল্লা।
১৩. ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ফরিদপুর।
১৪. কক্সবাজার সদর হাসপাতাল (২য় তলা), কক্সবাজার।
১৫. যশোর জেনারেল হাসপাতাল, যশোর।
১৬. মোহাম্মদ আলী হাসপাতাল, বগুড়া।
১৭. দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, দিনাজপুর।
১৮. শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল হাসপাতাল, বগুড়া।
১৯. রাঙ্গামাটি সদর হাসপাতাল (২য় তলা), রাঙ্গামাটি।
২০. বান্দরবান সদর হাসপাতাল, বান্দরবান।
২১. খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতাল, খাগড়াছড়ি।
২২. ম্যাটারনিটি ক্লিনিক ঢাকা, ৭৮১/৩, পশ্চিম শেওড়াপাড়া, বেগম রোকেয়া সরণি মিরপুর, ঢাকা-১২১৬, ফোনঃ ৯০০১৩২৭।